JAN 1 4 2001

লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর হাতে এখনও বই পৌঁছেনি
শিশুরা স্কুলে যেতে চায় না ❑ অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন

চাঁদপুরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যবই সংকট

ইকরাম চৌধুরী (চাঁদপুর) ঃ চাঁদপুরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক এখনো সরবরাহ না করায় জেলার লাখ লাখ শিক্ষার্থী বইয়ের সংকটে লেখাপড়া করতে পারছে না। অথচ স্কুলগুলো খুলছে, ঘন্টা বাজছে। শিক্ষকরা আসছেন গল্প করে চলে যাচ্ছেন। কারণ ৯৯ ভাগ ছেলেমেয়েই বইবিহীনভাবে স্কুলে আসছে। চাঁদপুরের গ্রাম-শহর সর্বত্রই ছাত্রছাত্রী বইবিহীনভাবে স্কুলে যাতায়াত করছে। অভিভাবকরা বলছেন, বাড়ীতেও পড়াশোনায় কেউ মন দিতে পারছে না। বিশেষ করে স্কুলে গমনোপযোগী ৪ থেকে ৬ বছর বয়সের হাজার হাজার শিশু নতুন বই হাতে না পেয়ে স্কুলে যেতে চাইছে না।

চাঁদপুর ঃ চাঁদপুরে ছাত্ররা ক্লাস করতে বসেছে তবে সাথে আছে শুধু খাতা। বইছাড়া এভাবে তারা কতদিন ক্লাস করবে –ইনকিলাব

চাঁদপুর জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, বইয়ের বরাদ্দ উর্ধ্বতন মহল থেকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু পাবলিপার্স বই সরবরাহ দিচ্ছে না। তবে সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিদপ্তর ঢাকা, জেলা শিক্ষা অফিসে এ বছর জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২ লাখ ৪২ হাজার ৭শ' কপি নতুন বই বরাদ্দ দেয়ার একখানা কাগজ পাঠিয়েছে। সেখানে ১ম শ্রেণীর তিনটি বই– বাংলা, ইংরেজী, অংক বই যথাক্রমে ১ লাখ ১২ কপি, ৯৯ হাজার ৬১৬ এবং ৮৭ কপি হাজার ৭শ' ৮৩ কপি; ২য় শ্রেণীর তিনটি বই– বাংলা ৫২ হাজার ৫শ' ১৩ কপি, অংক ৬৪ হাজার ৩৫ কপি ও ইংরেজী ৮০ হাজার ৮শ' ৫৪ কপি, ৩য় শ্রেণীর বাংলা ৪৫ হাজার ৮১ কপি, অংক ৪৫ হাজার ৯৮ কপি ও ইংরেজী ৪৫ হাজার ৬৩ কপি; সমাজ ৪৩ হাজার ৫৮২ কপি, বিজ্ঞান ৪৫ হাজার ৯৮ কপি; ইসলামী শিক্ষা ৪৪ হাজার ৩২৭ কপি, হিন্দু ধর্ম ২ হাজার ৯১৬ কপি; চতুর্থ শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বাংলা ৩৮ হাজার ৪৮ কপি, অংক ৩৪ হাজার ১৪৮ কপি, ইংরেজী ৩৬ হাজার ৯৮ কপি, সমাজ ৩৬ হাজার ৪৮৮ কপি; বিজ্ঞান ৩৬ হাজার ৮১২ কপি, ইসলাম ধর্ম ২৬ হাজার ৮০৭ কপি, হিন্দু ধর্ম ৩ হাজার ২৫০ কপি এবং ৫ম শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ মিলেছে বাংলা ৬১ হাজার ৯৪৭ কপি, অংক ৩৫ হাজার ৯২৭ কপি, ইংরেজী ৩৫ হাজার ৩৬৫ কপি, ইসলাম ধর্ম ৩৫ হাজার কপি এবং হিন্দু ধর্ম ৩ হাজার ৫শ' কপি। জেলার প্রায় ৪ লক্ষাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এখন অপেক্ষমাণ– কখন তারা তাদের বই হাতে পাবে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে আলাপ হলে তিনি এ প্রতিনিধিকে জানান, আমরা উদ্বিগ্ন। অপেক্ষায় আছি বই আসার জন্য। তিনি বলেন, উপজেলা কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে, সেখানে গত বছরের যে পুরনো বই রয়েছে সেগুলোর তালিকা পৌঁছানোর জন্য এবং ওই উদ্বৃত্ত বই এবং পুরাতন বই দিয়ে শ্রেণী পাঠদান শুরু করার জন্য। কিন্তু এখনো কোন উপজেলা থেকে তিনি এ বিষয়ে কোন তথ্য এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পাননি বলে জানান। অথচ গত বছর এমন দিনে সকল বই এসে গেছে এবং পৌঁছেও গেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

চাঁদপুর ঃ জেলা শহরেও বই পৌঁছেনি। স্কুলের ছাত্ররা এভাবেই খালি হাতে প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করছে। ছবিটি চাঁদপুরের হাসান আলী সরকারী হাই স্কুলের ছাত্রদের –ইনকিলাব

চাঁদপুর ঃ শুধু খাতা নিয়ে ক্লাস করছে চাঁদপুরের প্রাথমিক স্তরের ছাত্ররা –ছবি ঃ ইনকিলাব

চাঁদপুর ঃ চাঁদপুরে শিক্ষা অফিসের গুদামে কিছু পুরনো বই পড়ে আছে। গত বছরেও এ গুদাম বইয়ে পরিপূর্ণ ছিল –ইনকিলাব

অনেকেই ধারণা করছে এ বরাদ্দকৃত বই চাঁদপুরে পৌঁছার পর কমপক্ষে আরও দেড়-দু'মাস লেগে যাবে বন্টনে এবং পরীক্ষার্থীরা হয় সেমিস্টার প্রথম সপ্তাহে বই হাতে পাবে।

এদিকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরাও নতুন বইয়ের চরম সংকটে ভুগছে। বইহীন খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলা, বড়জোর এসেম্বলী পর্যন্ত। অভিভাবকরা খুবই চিন্তিত এ নিয়ে। জানা গেছে, সারা দেশে ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মোট পরিমার্জিত ৬০টি বিষয়ের আড়াই কোটি নতুন বই। এর মধ্যে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাপানো বইয়ের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখ। প্রায় পরিবারেই একই জিজ্ঞাসা– বই আসবে কবে, কেন দেরী হচ্ছে। কিন্তু উত্তর মিলছে না। দেখা যাবে এমন একসময় বই হাতে পাচ্ছে যখন ছাত্রছাত্রীদের ৪ মাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হেলায়।

এদিকে বই সংকটের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চাঁদপুর জেলা গত ৯ জানুয়ারী এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল করেছে। সমাবেশে চাঁদপর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন খান অবিলম্বে স্কুলে স্কুলে বই পৌঁছানোর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সরকারের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছেন।